যুগান্তর

তারিখ 23 SEP 2012
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

দেশে এমআরসিএস পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে চুক্তি আজ : বিশেষজ্ঞদের বিরোধিতা

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশে এমআরসিএস (মেম্বার অব রয়্যাল কলেজ অ্যান্ড সার্জনস অব ইংল্যান্ড) পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য অধিদফতর ও রয়্যাল কলেজ অ্যান্ড সার্জনস অব ইংল্যান্ডের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক ও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার রবার্ট উইলিয়াম গিবসন সিএমজি উপস্থিত থাকবেন। এদিকে বাংলাদেশে এমআরসিএস পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অভিযোগ, দেশে এমআরসিএস পরীক্ষা সেন্টার স্থাপিত হলে ভুয়া বিশেষজ্ঞ পরিচয়ে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তারা জানান, এমআরসিএস কোন ডিগ্রি নয়। এটি ইংল্যান্ডের স্নাতকোত্তর কোর্সে প্রবেশের (এন্ট্রি) প্রবেশিকা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পাস করা চিকিৎসক ইংল্যান্ডের কোন একটি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও কোর্স কারিকুলাম-অনুসরণ করে কমপক্ষে ৫-৭ বছর হাতেকলমে শিক্ষাগ্রহণ ও চাকরি করে চূড়ান্ত পরীক্ষায় (এক্সিট) উত্তীর্ণ হন। তাদের মতে, দেশে এমআরসিএস কোর্স পরিচালনার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে দেশীয় চিকিৎসকরা এন্ট্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নামের পাশে এমআরসিএস ডিগ্রি লাগিয়ে নিজেকে ইংল্যান্ডের ডিগ্রিধারী চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করবেন। দেশে প্রচলিত দুর্বল মনিটরিং ও সুপারভিশন পদ্ধতির কারণে তারা বিভিন্ন প্রাইভেট কলেজে শিক্ষক বা কর্মকর্তা হিসেবেও নিয়োগ পাবেন। দেশে এ সেন্টার স্থাপনের পেছনে লাখ লাখ টাকার অপবাণিজ্যের উদ্দেশ্য কাজ করছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

জানা গেছে, দুই মাস আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক বিএসএমএমইউ'র ভিসি অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, বিএমএ সভাপতি অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান, বিএসএমএমইউ সার্জারি অনুষদের ডিন ডা. কনককান্তি বড়ুয়া, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদসহ দেশসেরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিক্ষকদের সঙ্গে এমআরসিএস সেন্টার স্থাপনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানান, এমআরসিএস পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের আগে রয়্যাল কলেজ অ্যান্ড সার্জনস অব ইংল্যান্ড বাংলাদেশীদের জন্য কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। তারা যদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করেন তাহলে আমাদের কোন কাজে আসবে না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সভায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা জানান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে আরও আলাপ-আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিলেও হঠাৎ করে তারা জানতে পারেন আজ চুক্তি হচ্ছে।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফ বলেন, এফসিপিএস পার্ট-১ পরীক্ষা দিতে যেমন কোন কোর্সে থাকার প্রয়োজন নেই তেমনি এমআরসিএস পরীক্ষা দেয়ার জন্য কোন কোর্সে থাকার প্রয়োজন নেই। এমআরসিএস পরীক্ষা দিতে আগে শিক্ষার্থীদের দেশের বাইরে যেতে হতো। চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তারা দেশে বসেই এ পরীক্ষা দিতে পারবে।